বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

উপজেলা সমবায় কার্যালয়

মোহনপুর, রাজশাহী

৩০জুন, ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় **সমবায়** ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত **সমবায়** সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে তিনি বলেছেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয়পাবে, শিক্ষাপাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সমবায়ের যাদুস্পর্শে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মূল্য বোধের চর্চা ও সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা

উপজেলা সমবায় অফিসার
মোহনপুর, রাজশাহী

বাণী

বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শতাধিক বছর ধরে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার তিনটি খাতের অন্যতম খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে "সমবায়" একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য পূরণে একটি অন্যতম প্রয়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সমবায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে এ উপমহাদেশে সমবায়ের উৎপত্তি হলেও কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পেশাজীবি , আবাসন, মৎস্য দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পর্যটন প্রভৃতি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে। অত্র মোহনপুর উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ প্রধানত তিনভাবে কাজ করছে: ক) সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির কার্যক্রমের মাধ্যমে; খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে;
গ) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে।

দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো সমবায়ী উদ্যোগ। এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের জন্য নিজের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব।

১১/১০/২০২৩
মোছাঃ আনিছা দেলোয়ারা আঞ্জু

বার্ষিক প্রতিবেদন

মোহনপুর উপজেলার সাধারণ ও বিআরডিবি ভূক্ত কোন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির তথ্য

ক্রঃ নং	সমিতির শ্রেণী	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১	২	৩	৪
	কেন্দ্রীয় (বিআরডিবি)		
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায়	১	৬৫
২	উপজেলা কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সঃ সঃ	১	১৩২
	সর্বমোট (কোন্দ্রীয়) =	২	১৯৭
	প্রাথমিক সাধারণ		
১	প্রাঃ কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি	২	১০৪
২	প্রাঃ মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সঃ সঃ	৬১	১৩৯৭
৩	প্রাঃ শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ সঃ সঃ	১	৪৮
৪	প্রাঃ মহিলা সমবায় সমিতি	৬	৬৮০
৫	প্রাঃ মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	১	২৬
৬	প্রাঃ যুব সমবায় সমিতি	১	২০
৭	প্রাঃ সার্বিক/ আদর্শ গ্রাম	১৯	৭১৪
৮	প্রাঃ দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/ মার্কেট	২	৪৮
৯	প্রাঃ ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি	২	১৬১
১০	প্রাঃ সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ	৮	৭৮৭
১১	প্রাঃ বহমুখী/মাল্টিপারপাস সঃ সঃ	১	২৯
১২	প্রাথমিক উৎপাদনমুখী সঃ সঃ	১	২১
১৩	বঙ্গমাতা মহিলা সঃ সঃ	১	৫৩
১৪	অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি	৪	৮৬
	মোট=	১১০	৪১৭৪
	প্রাথমিক (বিআরডিবি)	০	০
১	কৃষক সমবায় সমিতি	৬৫	৭৬৪
২	বিত্তহীন সমবায় সমিতি	৪৪	১১৪৪
৩	মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি	৮৮	২৯০৯
	মোট=	১৯৭	৪৮১৭
	বিভিন্ন দপ্তরের /উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়/সুপার ভাইজার প্রোগ্রামঃ		
১	এলজিইডি পানি ব্যবস্থাপনা সঃ সঃ	২	২৯৪
	প্রাধান মন্ত্রীর দপ্তর		০
১	অআশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি	১	৫২
২	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সঃ সঃ	৩	১৭০
	মোট=	৪	২২২
১	প্রাঃ ইউনিয়ন বহমুখী সঃ সঃ	২	৫৬
	মোট=	২	৫৬
১	কালবভূক্ত প্রাঃ সঞ্চয় ও ঋণদান সঃ সঃ	১	৩৮৪
১	বিভিন্ন প্রকল্প ভূক্ত সিআইজি সঃ সঃ	৩৮	১০৮০
	বিভিন্ন দপ্তরের মোট=	৪৭	১৯১৬
	সর্বমোট (প্রাথমিকি) =	৩৫৬	১০৯৬৭

বার্ষিক প্রতিবেদন

এক নজরে

মোহনপুর উপজেলার সমবায় বিভাগীয় ও বিআরডিবিভূক্ত সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান(২০২২-২০২৩)

বিবরণ	জাতীয় সমবায় সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট
১। সমিতির সংখ্যা	-	০২	৩৫৬	৩৫৮

২। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
	৬৩৫৭	৪৬১০	১৯৮০.৫৬
৩। সমবায় সমিতির মূলধন			(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয় সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট
ক) শেয়ার মূলধন	-	৭.৩৮	২২.৪৬	২৯.৮৪
খ) সঞ্চয় আমানত	-	২৫.৫৪	২৫.৩৪	৫০.৮৮
গ) সংরক্ষিত তহবিল	-	৬০.০২	১.৩০	৬১.৩২

৪। সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয় সমবায় সমিতি	কেন্দ্রীয় সমিতি	প্রাথমিক সমিতি	মোট
কার্যকরী মূলধন	০	২০৯.১২	২৬১.৩৬	৪৭০.৪৮

৫। সমবায় সমিতির সম্পদ		(লক্ষ টাকায়)

ভৌত সম্পদ	বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	মোট
০.৩০	৪৪৩.৫৬	১৬৬২.৪৪	২১০৬.০০

৬। সমবায় সমিতির ঋণ সংক্রান্ত তথ্য		(লক্ষ টাকায়)

চলতি বছর ঋণ গ্রহণ	চলতি বছর ঋণ পরিশোধ	চলতি বছর ঋণ বিতরণ	চলতি বছর ঋণ আদায়
১৩৫৩.৮০	৬৭.০৫	২১৬৭.৮৭	১৭১০.৬৫

৭। সমবায় এর মাধ্যমে মাধ্যমে কর্মসংস্থান জন

সমিতি সমূহের অফিসে চাকুরীরত	সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে/ কর্মসূচীতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	মোট
২৫	০	০	১২৩	১৪৮

৮। সমবায় প্রশিক্ষণ		(জন)

নাম	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	১	০২
আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট	৩	৬
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট	৪	১০০
মোট	৮	১০৮

৯। সমিতি নিবন্ধন (নতুন)		

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
-	১১	১১

১০। সমিতির নিবন্ধন বাতিল

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
০	০২	০২

১১। সমিতি অডিট (কার্যকর সমিতি) (জন)

সমিতির শ্রেণী	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা

জাতীয় সমিতি	-	-
কেন্দ্রীয় সমিতি	০২	০২
প্রাথমিক সমিতি	১২০	১২০
সর্বমোট	১২২	১২২

১২। অডিট ফি, নিবন্ধন ফি, সিডিএফ আদায়

বিবরণ	পরিমান
অডিট ফি আদায়	২১৫৫০.০০
নিবন্ধন ফি আদায়	১৮০০.০০
সিডিএফ আদায়	৬৪১০.০০

১৩। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তথ্যঃ **(লক্ষ টাকায়)**

সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিট সম্পাদন	অডিট বাঁকী	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত
০২	২৯৪	০২	০	২ (অকার্যকর)	০.৬৪	৩.৭৮

প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	উপকারভোগীদের মাঝে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের পরিমান	উপকারভোগীর সংখ্যা	আদায়ের হার (%)
১	২	৩		৪	৫
আশ্রয়ণ	২০০০০০	২৪০৯৫০০	২৩৬৩৪৭৯	২১০	৯৮%

বার্ষিক প্রতিবেদন

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন;

০৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখে ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্তাবধানে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি ছিলেন জনাব মো: আয়েন উদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য-৫৪, রাজশাহী-০৩(পবা-মোহনপুর) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জনাব মো: আব্দুস সালাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মোহনপুর, রাজশাহী, । উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব সাবিহা ফাতেমাতুজ-জোহরা , উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

ঘাসফূল মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্য গাঁথা

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্থায়নে ছাগল পালন

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্থায়নে মুরগী পালন

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্থায়নে সদস্য কর্তৃক গাভী পালন

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্থায়নে সদস্য কর্তৃক ভেড়া পালন

বার্ষিক প্রতিবেদন

‘কেশরহাট মৌ-চাষী ও উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ’, মোহনপুর, রাজশাহীর (১) মৌমাছির ফ্রেম, (২) মধু সংগ্রহ বক্স (৩) মাঠ হতে মধু সংগ্রহ (৪) ফ্রেম হতে মেশিনের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ (৫)মধু বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে ট্রাক লোড (৬) মধু বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মৌমাছি ফ্রেম (১)

সরিষার মধূ সংগ্রহ বক্স (২)

মাঠ হতে মধূ সংগ্রহ(৩)

মৌমাছির ফ্রেম হতে মেশিনের মাধ্যমে মধূ সংগ্রহ (৪)

(বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে ক্ষেত পরিদর্শনের চিত্র (৬)

সংগৃহিত মধু বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে ট্রাক লোড (৫)

একটি উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি ও অবারিত সম্ভাবনা

মোছাঃ আনিছা দেলোয়ারা আঞ্জু
উপজেলা সমবায় অফিসার

পটভূমিঃ ধারণা করা হয়, এক হাজার কোটি বছর আগে এশিয়া বা আফ্রিকায় মৌমাছির উৎপত্তি হয় এবং ফুল উৎপাদনকারী গাছপালার সঙ্গে এদের সহবিবর্তন ঘটে প্রায় ২৫৩ কোটি ৫০ লাখ বছর আগে। এক হাজার বছর আগে থেকে মিসরীয়রা মৌমাছি পালনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও মূলত উনিশ শতকে এর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লালনপালন শুরু হয়। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, কোরিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মৌমাছির খামার গড়ে উঠেছে। বিশ্বে মধু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বার্কম্যান হানি, বি মেইড হানি লিমিটেড, ক্যাপিল্যানো হানি লিমিটেড, দাবুর ইন্ডিয়া লিমিটেড, ডালিয়ান স্যাংডি হানি বি কোম্পানি লিমিটেড, ডাচ গোল্ড হানি, পোলার হানি ফিনল্যান্ড, রৌজি হানি লিমিটেড, জিজিয়াং গিয়াংসান বি এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি লিমিটেড, সাবানা বি কোম্পানি

উল্লেখযোগ্য।
মৌমাছি চাষের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও পদ্ধতিগতভাবে সর্বপ্রথম ১৬৩৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮৪০ সালে মোসেস কুইনবি নামক বৈজ্ঞানিক মৌচাষ শুরু করেন। ১৮৫৩ সালে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষ শুরু করেন ল্যাংস্ট্রোথ নামক বিজ্ঞানী যাকে আধুনিক মৌচাষের জনক বলা হয়। ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম ডকলাস নামক একজন ইংরেজ ভারতীয় উপমহাদেশে মৌচাষের প্রবর্তন করেন। নিউটন নামক একজন ব্রিটিশ নাগরিক ১৯১১ সালে মৌবাক্সকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা পল্লি উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ড. আক্তার হামিদ খান ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মৌচাষের সূচনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে বাংলাদশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বাগেরহাট উপজেলার যাত্রাপুরে সর্বপ্রথম জনগণকে মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রধানত ৫ প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। যেমনঃ (১) এপিস মেলিফেরা, (২) এপিস সেরেনা, (৩) এপিস ডরসাটা, (৪) এপিস ফ্লোরিয়া এবং (৫) এপিস ট্রাইগোনা।

বেকার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৌচাষঃ
আমাদের দেশে বার্ষিক মোট ৩০ হাজার টন মধুর চাহিদার বিপরীতে ১০ হাজার টন উৎপাদন হয়। দেশে প্রায় ২৫ হাজার মৌ চাষী রয়েছেন। তারা সরিষা, ধনিয়া, কালিজিরা ক্ষেত বা আম ও লিচু বাগানে মৌমাছি পালন করেন এবং সুন্দরবন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করেন। বিশ্বের ৫৫ শতাংশ মধু উৎপাদন হয় চীন, মেক্সিকো, রাশিয়া, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে। এসব দেশ মধু ও মৌ কলোনির অন্যান্য উপজাত রফতানি করলেও দিন দিন অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মধু ও মৌ কলোনির উপজাতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশ্বে বার্ষি ক প্রায় ১ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন টন মধু উৎপাদন হয়, যার বাজারমূল্য ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাপী মৌ কলোনির উপজাতের ব্যাপক চাহিদা থাকায় মৌমাছির খামার কৃষির অন্যতম বাণিজ্যিক ও লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে মৌ খামার গড়ে তোলার যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান।এপিস সেরানা এদেশীয় প্রজাতি এবং সহজে লালন-পালনযোগ্য। তাছাড়া এর উৎপাদন ক্ষমতাও মোটামুটি ভালো। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এপিস মেলিফেরা প্রজাতিও আমাদের দেশের আবহাওয়ায় স হনশীল হয়েছে এবং দেশে এ প্রজাতির খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, মধুপুর বনাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকায় মৌমাছির খামার গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অধিকন্তু, আমাদের দেশে অনুকূল আবহাওয়া এবং সারা বছর মাঠে সুধাসমৃদ্ধ ফসলের সমারোহ থাকে। প শ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বিশেষত বেদে এবং পাহাড়ে বসবাসকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে মৌ খামার গড়ে তুলতে আগ্রহী করা যেতে পারে।

বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি চাষের মাধ্যমে আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং মৌ কলোনি ফসলের পরাগায়ণে ব্যবহার করে ফসলের অধিক ফলনপ্রাপ্তি সম্ভব। মৌ কলোনির উপজাত মানুষের পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। তা ছাড়া ঔষুধ ও নানা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার এবং বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে মৌমাছি একটি কৃষি ফসল হিসেবে গবে ষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন গ্রামীণ কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ছোট আকারে মৌ খামার গড়ে তুলতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষক দের মৌ খামার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করছে। দেশে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে মৌ খামার ব্যাপকতা লাভ করলে দেশে গুণগত মানের খাদ্য উৎপা দন বৃদ্ধি পাবে, পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে এবং সেই সঙ্গে মৌ কলোনির উপজাত এবং সেসব থেকে উৎপাদিত পণ্য রফ তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

দেশে প্রায় ২৫ হাজার মৌ চাষীর ভিড়ে মোহনপুর, রাজশাহী উপজেলার মোহনপুর উপউপজেলার অন্তর্গত একটি ছোট্ট সমবায় সমিতি কুঁড়ি থেকে মুকুলে বিবর্তণের পথে; যার নাম ‘কেশরহাট মৌ-চাষী ও মধু উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ’। এই সমবায় সমিতিটির অধিকাংশ সদস্য সততা ও একতাকে পুঁজি করে নিজেদেরকে দেশের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আজও। ‘কেশরহাট মৌ-চাষী ও উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ’ এর কার্যক্রম নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলোঃ

নিবন্ধন, সদস্য সংখ্যা, সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা:

মোহনপুর, রাজশাহী উপজেলার মোহনপুর উপউপজেলার ২৯ জন সদস্য শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, মূলধন গঠন, বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের পেশা ভিত্তিক অর্থকারী বানিজ্যিক ও উন্নয়ন মূলক প্রকল্প (মৌচাষ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে সমবেতভাবে ২০১৯ সাল থেকে কেশরহাটে মৌ-চাষ ও মধু উৎপাদনের ‘কেশরহাট মৌ-চাষী ও মধু উৎপাদনকারী সমিতির” যাত্রা শুরু করে । পরবর্তীতে সংগঠনটি সদস্যগণ তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তাগিদে, উপজেলা সমবায় অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী মহোদয়ের ২৭/০৩/২০২২ খ্রি: তারিখের ১৬০২ নম্বর আদেশে সমিতিটি নিবন্ধনের আওতায় আসে। সমিতিটির উত্তরোত্তর সফলতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে বর্তমানে সমিতির পুরুষ সদস্য ২১ হতে ৩৫ জনে উন্নিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

সমিতিতে শেয়ার মূলধন বাবদ ৩০,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানত বাবদ ২৫,০০০/- টাকা, অন্যান্য তহবিল বাবদ ১২,০০০/- টাকা রয়েছে। সমিতির মূলধন হতে সদস্যদের মধ্যে আপাতত: ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়না।

বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত:
সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক,বিশেষ ও মাসিক সভা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ২০২১-২০২২ অডিট বর্ষে মোট ১২ টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচন :
সমিতিটির নিয়োগপ্রাপ্ত কমিটির মেয়াদ আগামী ২৬/০৩/২০২৪ পর্যন্ত বলবৎ আছে। সমিতির আগামী নির্বাচন সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে আশা করা যায়।

আইন-কানুন প্রতিপালন:
অত্র সমিতি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন, এবং বিভাগীয় সার্কুলার সহ আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ করে থাকে।

আভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট সম্পাদন:
সমিতির আভ্যন্তরীন অডিট ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক প্রথম অডিট সম্পাদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম:
মৌমাছি চাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদন, মোম উৎপাদন, পোলেন সংগ্রাম, সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাড়ানো, বেকারদের মৌচাষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

সেবামুলক উন্নয়ন কার্যক্রম:
গরীব ও দুস্থ সন্তানদের বিবাহকালে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করা, অসহায় মানুষের লেখাপড়ার জন্য আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতা করা, দর্যোগের সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো প্রভৃতি সেবামূলক কার্যক্রম তার করে থাকে।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন কার্যক্রম:
মৌচাষে ব্যবহৃত সকল সামগ্রি যেমন: মধু, মোম , পোলেন ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকে এবং পরবর্তীতে তারা বছরে প্রায় ১০০ টন মধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের টার্গেট নিয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি:
খামারে ১০জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম:
মধু উৎপাদন ,কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি ইত্যাদি জনহিতকর কার্যক্রম চালু রয়েছে।

আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার/রপ্তানী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মধু সংগ্রহ ও রয়্যাল জেলি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে। পাশাপাশি দেশের বাইরেও মধু রপ্তানি প্রক্রিয়া সজোড়ে এগিয়ে চলেছে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীলকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:
সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করার জন্য সমবায় বিষয়ে সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জাতীয় সমবায় দিবসে সমিতির সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণসহ সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । উল্লেখ্য সমিতির অনেক সদস্যকে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সদস্যদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে ।

প্রচার ও প্রকাশনা:
সমিতির নিজস্ব প্রকাশনা না থাকলেও সভাপতি ও সম্পাদকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমিতির গঠনমূলক কার্যক্রমের প্রচার, নারী উন্নয়নের প্রচার, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ রোধ, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

উপসংহার:
বাংলাদেশে মৌ খামার গড়ে তোলার যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ আছে। এপিস সেরানা এদেশীয় প্রজাতি এবং সহজে লালন-পালনযোগ্য এবং এর উৎপাদন ক্ষমতাও মোটামুটি ভালো। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এপিস মেলিফেরা প্রজাতিওআমাদের দেশের আবহাওয়ায় সহনশীল হয়েছে এবং দেশে এ প্রজাতির খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, মধুপুর বনাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকায় মৌমাছির খামার গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অধিকন্তু, আমাদের দেশে অনুকূল আবহাওয়া এবং সারা বছর মাঠে সুধাসমৃদ্ধ ফসলের সমারোহ থাকে। পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী তথা শিক্ষিত বেকার যুব শক্তিকে সমবায়ের মাধ্যমে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে মৌ খামার গড়ে তুলতে আগ্রহী করতে পারলে দেশের বেকারত্ব অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এরই ধারাবাহিকতায় কেশরহাট মৌ-চাষী ও উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের আনাচে কানাচে এধরণের আরো মৌচাষী সমবায় সমিতি গড়ে উঠুক দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হোক। সর্বপরি কেশরহাট মৌ-চাষী ও মধু উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ তাদের নিজেদের এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর করণে অনুপ্রেরণামূলক অবদান বহাল রেখে নিজেদের অস্তিত্ব সমবায় সেক্টরে দৃষ্টান্ত হিসেবে মেলে ধরতে সক্ষম হবে- এ আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র:
১. ড. মো. রুহুল আমীন: অধ্যাপক, কীটতত্ত্ব বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা।

প্রস্তাবিত সিন্দুরী দক্ষিণপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ও প্রাক নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ